ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরবর্তী সরকারের ১০০ দিন: সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতিবিরোধী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ

সার-সংক্ষেপ

৭ জুন ২০২৬

(পরিমার্জিত সংস্করণ ২১ জুন ২০২৬)

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরবর্তী সরকারের ১০০ দিন: সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতিবিরোধী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ

গবেষণা উপদেষ্টা

ড. ইফতেখারুজ্জামান, *নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)*

অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের, *উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)*

মুহাম্মদ বদিউজ্জামান, *পরিচালক, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)*

গবেষণা তত্ত্বাবধান

মো. জুলকারনাইন, *সিনিয়র রিসার্চ ফেলো-কোয়ালিটেটিভ*, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি

গবেষণা পরিচালনা

মো. জুলকারনাইন, *সিনিয়র রিসার্চ ফেলো-কোয়ালিটেটিভ*, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি
রাজিয়া সুলতানা, রিসার্চ ফেলো, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি
মোঃ সহিদুল ইসলাম, রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট, জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি
মোঃ মোহাইমেনুল ইসলাম, *রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট*, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি

গবেষণা সহকারী

মারিয়া জামান তিথি, গবেষণা সহকারী, টিআইবি
আল মেরী জামান, গবেষণা সহকারী, টিআইবি

বিশেষ সহায়তা

শাহজাদা এম আকরাম, সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি
মো. মাহ্‌ফুজুল হক, সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, টিআইবি

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

এই গবেষণায় প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদানের জন্য হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটির প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। এছাড়াও অন্য যেসব প্রতিষ্ঠানের তথ্য-উপাত্ত এই গবেষণায় ব্যবহৃত হয়েছে তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। এই গবেষণার মানোন্নয়নের জন্য নিয়মিতভাবে তথ্য প্রদান, বিভিন্ন সময়ে মূল্যবান মতামত ও সহযোগিতার জন্য রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের সকল সহকর্মী বিশেষ করে খসড়া সারসংক্ষেপ ও উপস্থাপনা পর্যালোচনা ও সম্পদনায় বিশেষ সহায়তা করার জন্য সিনিয়র রিসার্চ ফেলো শাহজাদা এম আকরাম এবং সিনিয়র রিসার্চ ফেলো (জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন) মো. মাহফুজুল হকের প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতা। প্রতিবেদনের ফলাফল উপস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ মতামত ও কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদানের জন্য আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম এবং অন্যান্য সহকর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। গবেষণা পরিচালনায় সার্বিক সহায়তা এবং প্রতিবেদন পর্যালোচনা করেছেন রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের পরিচালক মুহাম্মদ বদিউজ্জামান। সবশেষে গবেষণা প্রতিবেদনে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা, মতামত ও তথ্য প্রদানের জন্য টিআইবি'র উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের এবং নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামানের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা।

প্রকাশ: ৭ জুন ২০২৬ (পরিমার্জিত সংস্করণ ২১ জুন ২০২৬)

যোগাযোগ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
মাইডাস সেন্টার (চতুর্থ ও পঞ্চম তলা)
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬ (নতুন) (পুরানো ২৭)
ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: (+৮৮০-২) ৪১০২১২৬৭-৭০
ফ্যাক্স: (+৮৮০-২) ৪১০২১২৭২;
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: https://www.ti-bangladesh.org

সার-সংক্ষেপ

১. ভূমিকা

১.১ প্রেক্ষাপট

কর্তৃত্ববাদী চৌর্যতন্ত্রের পতন-পরবর্তী বাংলাদেশে জবাবদিহিমূলক, সুশাসিত ও দুর্নীতিমুক্ত সরকারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ২০২৬ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। দুই-তৃতীয়াংশের বেশি আসনে জয়লাভের মাধ্যমে বিএনপির নেতৃত্বাধীন জোট সরকার গঠন করে। বাংলাদেশে জবাবদিহিমূলক, সুশাসিত ও দুর্নীতিমুক্ত সরকারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সুদৃঢ় অঙ্গীকারের প্রতিফলন ঘটেছে বিএনপির ৩১-দফা রাষ্ট্র মেরামত রূপরেখা, নির্বাচনী ইশতেহার, দলের চেয়ারপার্সনের নির্বাচনী বক্তৃতায় এবং শপথ গ্রহণের পর জাতির উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া প্রথম ভাষণে এবং জুলাই সনদ বাস্তবায়নের ঘোষণায়। ইতোমধ্যে নতুন সরকার গঠনের পর নির্বাচনী ইশতেহারের প্রতিশ্রুতি এবং ৩১ দফা বাস্তবায়নে বিভিন্ন খাত ও মন্ত্রণালয়ভিত্তিক ১৮০ দিনের কর্মপরিকল্পনা সরকার ঘোষণা করেছে। নতুন সরকার গঠনের পর সরকারের কিছু অভূতপূর্ব সিদ্ধান্ত যেমন সংসদ নেতা হিসেবে দলের সংসদ সদস্যগণের শুল্কমুক্ত গাড়ি ও সরকারি প্লট সুবিধা না নেওয়ার ঘোষণা এবং প্রধানমন্ত্রী হিসেবে জ্বালানিসহ ব্যক্তিগত গাড়ি ব্যবহারের মতো প্রাপ্য সুবিধাসহ কোনো কোনো সরকারি সুবিধা বর্জন অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

১.২ যৌক্তিকতা

জবাবদিহিমূলক গণতান্ত্রিক কাঠামো সুদৃঢ় করা, সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও কার্যকর দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক ভূমিকা পালনের প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) নিয়মিত গবেষণা ও অধিপরামর্শসহ নাগরিক সম্পৃক্ততা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ইতোপূর্বে বিভিন্ন সময়ে গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধ সংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় ও সরকারি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করেছে। বিএনপির বিভিন্ন অঙ্গীকার ও জুলাই সনদের পাশাপাশি দুদক সংস্কার কমিশনের সুপারিশমালার আলোকে এবং টিআইবির ধারাবাহিক সুশাসন বিষয়ক গবেষণা ও প্রেক্ষিত বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে সুশাসন ও দুর্নীতি প্রতিরোধকে গুরুত্ব দিয়ে ৫ মার্চ ২০২৬ তারিখে নতুন সরকারের কাছে ইতোমধ্যে একটি সুপারিশমালা উপস্থাপন করেছে। নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নের অঙ্গীকার ও জনগণের প্রত্যাশা পূরণে নবগঠিত সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা গুরুত্বপূর্ণ যার ধারাবাহিকতায় পর্যবেক্ষণভিত্তিক বর্তমান গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ করে।

১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য, পরিধি ও গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরবর্তী সরকারের ১০০ দিনের কার্যক্রম পর্যালোচনা করা। গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে-

১. সরকারের বিভিন্ন খাত ও প্রতিষ্ঠানভিত্তিক বিশেষত দুর্নীতি প্রতিরোধ, গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত অঙ্গীকার ও তা বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা
২. বিভিন্ন অঙ্গীকার বাস্তবায়নের সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা

এ গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহের মধ্যে জাতীয় সংসদ (সংসদ গঠন, সংসদীয় কার্যক্রম যথা জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা, নির্বাহী বিভাগের জবাবদিহি, আইন প্রণয়ন ইত্যাদি); বিচার বিভাগ (আইন ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, বিচারিক কার্যক্রম, মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার); নির্বাহী বিভাগ (মন্ত্রীসভা গঠন, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ভিত্তিক কার্যক্রম যথা জনপ্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা ইত্যাদি); স্থানীয় সরকার (আইন ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, প্রশাসক নিয়োগ, নির্বাচন প্রস্তুতি, নিয়মিত কার্যক্রম); সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধ (আইন সংস্কার, দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন, দুর্নীতি প্রতিরোধে বিভিন্ন উদ্যোগ, অর্থ পাচার প্রতিরোধ ও পাচারকৃত অর্থ ফেরত আনা, দুর্নীতির বিচার); মানবাধিকার সংরক্ষণ (মানবাধিকার সংক্রান্ত আইনি সংস্কার, মানবাধিকার কমিশন গঠন ও মানবাধিকার পরিস্থিতি); তথ্য অধিকার ও তথ্য প্রকাশ (তথ্য কমিশন গঠন, আইন ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার); গণমাধ্যম ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা (গণমাধ্যম কমিশন গঠন, গণমাধ্যম কর্মীদের হয়রানি, নির্যাতন, মত প্রকাশ, ইত্যাদি); এবং অন্যান্য খাত/ মন্ত্রণালয়/ প্রতিষ্ঠানভিত্তিক কার্যক্রম (ব্যাংক ও আর্থিক খাত; শিক্ষা; স্বাস্থ্য; সামাজিক নিরাপত্তা, পরিবেশ ও জলবায়ু; অন্যান্য খাত) প্রভৃতি বিষয়ে সরকারের অঙ্গীকার, গৃহীত পদক্ষেপ এবং পর্যালোচনা করা হয়েছে ।

এই গবেষণার ভিত্তি হচ্ছে বিএনপির ৩১-দফা রাষ্ট্র মেরামত রূপরেখা, নির্বাচনী ইশতেহারের ওপর ভিত্তি করে সংগৃহীত তথ্যের বিশ্লেষণ করা। গবেষণায় গুণগত গবেষণাপদ্ধতি অনুসরণ করে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তবে ক্ষেত্রবিশেষে পরিমাণগত তথ্য ব্যবহার ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই গবেষণায় বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে সংশ্লিষ্ট সরকারি পরিপত্র, অধ্যাদেশ ও বিধিমালা (খসড়া/ চূড়ান্ত); সংবাদপত্র ও ওয়েবসাইটে প্রকাশিত সংবাদ, প্রবন্ধ, মতামত ও বিশ্লেষণ; রাজনৈতিক দল, বিশেষজ্ঞ, গবেষক, সাংবাদিক, ছাত্র ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের প্রকাশিত সাক্ষাৎকার, সরকারি ও অন্যান্য ওয়েবসাইট ইত্যাদি। প্রাথমিকভাবে তথ্য সংগ্রহ করার পর বিভিন্ন উৎস হতে সংগৃহীত তথ্য অন্যান্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ

উৎস হতে যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করা হয়েছে। গবেষণায় ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ থেকে ২৭ মে ২০২৬ (সরকারের ১০০ দিন) পর্যন্ত সময়ে তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবহার করা হয়েছে।

২. গবেষণার ফলাফল

২.১ ১০০ দিনে সরকারের উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক পদক্ষেপ

সরকার গঠনের পর বিনপি তাদের ৩১-দফা রাষ্ট্র মেরামত রূপরেখা ও নির্বাচনী ইশতেহারে প্রতিশ্রুত বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যার মধ্যে রয়েছে-

- সংসদ সদস্যদের শুল্কমুক্ত গাড়ি ও সরকারি প্লট নেওয়ার বিশেষ সুবিধা বাতিল
- প্রধানমন্ত্রীর চলাচলে ভিভিআইপি প্রটোকল এবং বিমানবন্দরে আনুষ্ঠানিকতা সীমিত করা
- প্রধানমন্ত্রীর পরিবারের জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা না নেওয়া, জ্বালানিসহ ব্যক্তিগত গাড়ি ব্যবহার এবং প্রধানমন্ত্রীর জন্য বরাদ্দ বাসভবন ব্যবহার না করে নিজ বাড়ীতে অবস্থান
- মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীদের প্রটোকল দিতে ডিসি-এসপিদের উপস্থিতির চর্চা বাতিল করা
- ব্যক্তিগত সফরে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীদের সরকারি সুবিধা নিলে মূল্য পরিশোধ করার নির্দেশনা জারি
- অন্তর্বর্তী সরকারের উদ্যোগের ধারাবাহিকতায় বিদেশে পাচার হওয়া অর্থ ফেরত আনতে ৩টি দেশের সাথে চুক্তি; একটি দেশে পাচারকৃত সম্পদ জব্দ
- সরকারি কর্মচারীদের সকাল ৯টায় কার্যালয়ে উপস্থিতি ও প্রথম চল্লিশ মিনিট অন্য কোনো কাজে কার্যালয়ের বাইরে না যাওয়া বাধ্যতামূলক করা এবং অনুমতি ছাড়া কর্মস্থল ও দপ্তর ত্যাগে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা। এছাড়া প্রধানমন্ত্রীর সকাল ৯ টায় মন্ত্রণালয়ে উপস্থিতি ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উপস্থিতি তদারকি করা
- কয়েকটি মন্ত্রণালয় ও খাতের সেবা কার্যক্রম তদারকির ক্ষেত্রে মন্ত্রীদের আকস্মিক পরিদর্শন ও ক্ষেত্রবিশেষে ব্যবস্থা গ্রহণ
- নির্বাচনী ইশতেহারের অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সরকারের ১৮০ দিনের জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনার ঘোষণা
- নিজ নিজ মন্ত্রণালয়ে দৃশ্যমান সাফল্য প্রমাণে ব্যর্থ বা গাফিলতি প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রীকে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার ঘোষণা; ৬ মাস পর মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীদের কাজের অগ্রগতি মূল্যায়নের ঘোষণা
- কৃষক কার্ড; দারিদ্র নিরসন ও নারীর ক্ষমতায়নে ফ্যামিলি কার্ড; খাল খনন; বৃক্ষরোপণ; ধর্মীয় উপাসনালয়ের প্রধানদের ভাতা প্রদান; ক্রীড়াবিদদের ক্রীড়া কার্ড ও ক্রীড়া ভাতা প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম শুরু

২.২ কার্যকর সংসদ প্রতিষ্ঠা

সরকারের অঙ্গীকার: রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের ৩১ দফা ও বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারে কার্যকর সংসদ প্রতিষ্ঠায় বিএনপির উল্লেখযোগ্য অঙ্গীকারগুলোর মধ্যে রয়েছে বিরোধী দল থেকে ডেপুটি স্পিকার নির্বাচন করা, সংসদীয় কমিটিগুলোতে বিরোধী দলের নেতৃত্ব ও প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা এবং সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধন করা।

উদ্যোগ/পদক্ষেপ: কার্যকর সংসদ প্রতিষ্ঠায় উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ/পদক্ষেপগুলো মধ্যে ছিল বিরোধী দল থেকে একজন ডেপুটি স্পিকার নির্বাচনের সিদ্ধান্ত এবং বিরোধী দল থেকে একজন প্রার্থী নির্ধারণের প্রস্তাব দেওয়া। জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন বিষয়ে সরকারের অবস্থান স্পষ্ট না করার কারণে বিরোধী দল তাদের মধ্যে থেকে প্রার্থী নির্বাচন না করার সিদ্ধান্ত নেয়। তবে সরকারী দলের পক্ষ থেকে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি হিসেবে বিরোধী দলের জন্য পদটি উন্মুক্ত রাখা হয়। সংসদের প্রথম অধিবেশনে ৫টি স্থায়ী কমিটি ও ২টি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়। স্থায়ী কমিটিগুলো হলো- কার্য উপদেষ্টা কমিটি, সংসদ কমিটি, বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, বেসরকারী সদস্যদের বিল এবং বেসরকারী সদস্যদের সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটি এবং লাইব্রেরী কমিটি। এছাড়া অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে প্রণীত ১৩৩টি অধ্যাদেশগুলো যাচাই-বাছাই করে সুপারিশ প্রদানের জন্য সরকারি দল ও বিরোধী দলের সদস্যদের সমন্বয়ে ১৩ সদস্যের একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয় এবং জ্বালানি সংকট মোকাবিলায় সংসদে একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়।

পর্যবেক্ষণ: পূর্বের সংসদগুলোতে সাধারণত প্রথম অধিবেশনে সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলো গঠন করা হলেও ত্রয়োদশ সংসদে এখন পর্যন্ত অধিকাংশ কমিটি গঠন করা হয়নি। সংসদে গঠিত কমিটিগুলোতে সরকারি দল থেকে অধিকাংশ সদস্য নেওয়া হয়েছে এবং ৭টি কমিটির কোনোটিতেই বিরোধীদল থেকে সভাপতি (চেয়ারম্যান) নির্বাচন করা হয়নি। অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে প্রণীত অধ্যাদেশগুলো যাচাই-বাছাইয়ে জন্য গঠিত ১৩ সদস্যের বিশেষ কমিটির সভাপতিসহ ১০ জন সদস্যই ছিল ক্ষমতাসীন জোটের, বিপরীতে বিরোধী দলের সদস্য ছিল মাত্র ৩ জন। এছাড়া, সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধন বিষয়ে সরকারের অবস্থান এখনও সুস্পষ্ট নয়।

২.২.১ জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা ও নির্বাহী বিভাগের জবাবদিহি

সরকারের অঙ্গীকার: বিএনপির রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের ৩১ দফা ও বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারে রাষ্ট্রের প্রতিটি স্তরে জবাবদিহি নিশ্চিত করা এবং আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে সংসদকে অবহিত রাখার অঙ্গীকার করা হয়েছে।

উদ্যোগ/পদক্ষেপ: সংসদের প্রথম অধিবেশনে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কাছে জমা পড়া ২,৫০৯টি প্রশ্নের মধ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রালয়ের ১,৭৭৮টির উত্তর প্রদান করা হয় এবং প্রধানমন্ত্রীর জন্য জমা পড়া ৯৩টি প্রশ্নের মধ্যে ৩৫টি প্রশ্নের উত্তর প্রদার করা হয়। সংসদের প্রথম অধিবেশনের ২৫ দিনে মোট ৪০ ঘন্টা আলোচনা হয় এবং ২৮০ জন সংসদ সদস্য এতে অংশগ্রহণ করেন। প্রথম অধিবেশনে রাষ্ট্রপতির ভাষণ, রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ, জুলাই সনদ বাস্তবায়ন ও মুক্তিযুদ্ধ ইস্যুতে বিতর্ক হয়। এছাড়া বিভিন্ন ইস্যুতে বিরোধী দলের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও প্রতিবাদ এবং সংসদীয় রীতি অনুযায়ী কয়েকবার ওয়াকআউটের ঘটনা লক্ষ করা যায়। উপজেলা পরিষদে সংসদ সদস্যদের বসার স্থানের ('পরিদর্শন কক্ষ') ব্যবস্থা করার সিদ্ধান্তও সংসদে গৃহীত হয়।

পর্যবেক্ষণ: জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্বে সক্রিয়তা এবং মন্ত্রণালয়গুলোর জবাবদিহির দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়েছে। তবে অধিকাংশ সংসদীয় স্থায়ী কমিটি এখনও গঠিত না হওয়ায় বিভিন্ন বিল পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং নির্বাহী বিভাগের জবাবদিহি ব্যাহত হচ্ছে। একাদশ সংসদের তুলনায় (ব্যয়িত সময় ৫৪ ঘণ্টা ৫৭ মিনিট এবং অংশগ্রহণ ১৯৪ জন) ত্রয়োদশ সংসদের (ব্যয়িত সময় ৪০ ঘণ্টা ১৪ মিনিট এবং অংশগ্রহণ ২৮০ জন) প্রথম অধিবেশনে রাষ্ট্রপতির ভাষণ ও আলোচনায় ব্যয়িত সময় কম হলেও অধিক সংখ্যক সংসদ সদস্য আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সদস্যদের সকলের কথা বলার সুযোগ প্রদানসহ সংসদের শৃঙ্খলা ও নিয়মকানুন রক্ষায় স্পিকার এবং ডেপুটি স্পিকারের ভূমিকা প্রশংসিত হলেও কিছু ক্ষেত্রে কথা বলার সুযোগ দেওয়ার বিষয়ে বৈষম্যের অভিযোগ ওঠে। ত্রয়োদশ সংসদে ২২০ জন প্রথমবার সদস্য হওয়ায় অনেকের মধ্যে সক্রিয় অংশগ্রহণের আগ্রহের পাশাপাশি সংসদীয় কার্যপ্রণালী পালনে দক্ষতার ঘাটতি দেখা গেছে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিয়মভঙ্গের ঘটনা ঘটেছে, যার ফলে সংসদীয় শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয়। সংসদের প্রথম অধিবেশনে অসংসদীয় ভাষা ব্যবহারের দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যায়নি। তবে একজন স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যের বক্তৃতার সময় কয়েকজন সংসদ সদস্যের শিষ্টাচারবহির্ভূত আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে বিরোধী দল থেকে প্রতিবাদ করা হয় যার প্রেক্ষিতে স্পিকারের পক্ষ থেকে শিষ্টাচার বজায় রাখার জন্য অনুরোধ করা হয়। অন্যদিকে, বিরোধী দলের সংসদ সদস্যগণ ওয়াকআউট করলেও সংসদ বর্জনের চর্চা লক্ষ করা যায়নি। একজন স্বতন্ত্র সংসদ কর্তৃক দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, আমেরিকার সাথে বাণিজ্যচুক্তি, এবং হামের প্রাদুর্ভাব ইত্যাদি জনগুরুত্বপূর্ণ ইস্যু সংসদে উত্থাপন করা হলেও তা সংসদে আলোচনা করা হয়নি। সংসদ সদস্যদের যাতায়াত ভাতা দেওয়া হলেও একজন সংসদ সদস্যের সরকারি গাড়ির দাবি উত্থাপন গণ-অভ্যুত্থানের চেতনা ও জনসেবার দর্শনের পরিপন্থী হিসেবে সমালোচিত হয়েছে। বিভিন্ন ইস্যুতে সরকারি ও বিরোধী দলের সদস্যদের মধ্যে মতানৈক্য থাকলেও সুযোগ-সুবিধা ও ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রশ্নে সকল দলের সদস্যের একমত হওয়া লক্ষ্য করা গেছে, যেমন উপজেলা পরিষদে সংসদ সদস্যদের পরিদর্শন কক্ষ নাম দিয়ে বসার জায়গার ব্যবস্থা করা যা উপজেলা পরিষদের ক্ষমতা হরণের ঝুঁকি সৃষ্টি করবে বলে বিবেচিত।

২.২.২ আইন প্রণয়ন

উদ্যোগ/পদক্ষেপ: অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে প্রণীত ১৩৩টি অধ্যাদেশ যাচাই-বাছাইয়ে সরকারি দল ও বিরোধী দলের সদস্যদের সমন্বয়ে ১৩ সদস্যের একটি বিশেষ কমিটি গঠন এবং উক্ত কমিটি কর্তৃক ২ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। জাতীয় সংসদের ২৫ কার্যদিবসের প্রথম অধিবেশনে ৯৭টি অধ্যাদেশ সরাসরি এবং ১৩টি সংশোধনীসহ পাস হয়ে আইনে পরিণত হয় এবং ৭টি অধ্যাদেশ রহিত ও ১৬টি অধ্যাদেশ অধিকতর যাচাইয়ের জন্য স্থগিত করা হয়।

পর্যবেক্ষণ: সময় স্বল্পতার মধ্যে (দিনে গড়ে ৪.৫টি অধ্যাদেশ পাসের প্রয়োজনীয়তা) বিপুল সংখ্যক অধ্যাদেশ পর্যালোচনার চাপ নিয়ে কিছু বিতর্ক ও সমালোচনা থাকলেও সরকার ১৩৩টি অধ্যাদেশ নির্ধারিত সময়ে নিষ্পত্তি করেছে। রহিত বা স্থগিত করা অধ্যাদেশগুলো সংশোধন করে আইনে পরিণত করার সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ দেওয়া হয়নি। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, মানবাধিকার কমিশন, দুদক, গুম প্রতিরোধ সংক্রান্ত অধ্যাদেশ রহিত/স্থগিত করার মাধ্যমে সরকার তাদের অঙ্গীকারের বিপরীতমুখী অবস্থান গ্রহণ করেছে বলে আলোচিত হয়। বিল উত্থাপন ও রহিতকরণের ক্ষেত্রে বিশেষ কমিটির মূল সুপারিশ গ্রহণে কিছু ব্যত্যয় লক্ষ করা গেছে। সংসদীয় কমিটির প্রতিবেদনে বিরোধী দলের সদস্যসহ সরকারদলীয় সদস্যের ভিন্নমত বিবেচনায় নেওয়া হয়নি। স্থগিত করা অধ্যাদেশগুলোর কয়েকটির ক্ষেত্রে কিছু সংশোধন করে পাশ করার সুযোগ থাকলেও তা করা হয়নি। পক্ষান্তরে নির্বাহী বিভাগের নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি করবে এমন ধারাসহ অনেক অধ্যাদেশ আইনে পরিণত করা হয়েছে। অংশীজনদের প্রত্যাশা ও সুপারিশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংশোধন না করেই বেশ কয়েকটি অধ্যাদেশ আইনে পরিণত করা হয়েছে যেমন, 'সাইবার সুরক্ষা আইন, ২০২৬', 'ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা আইন, ২০২৬', 'জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২৬', 'বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২৬', 'সরকারি হিসাব নিরীক্ষা আইন, ২০২৬'।

২.২.৩ সংবিধান সংস্কার

সরকারের অঙ্গীকার: বিএনপির রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের ৩১ দফা ও বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহাওে সংবিধান সংস্কার বিষয়ক উল্লেখযোগ্য অঙ্গীকারের মধ্যে রয়েছে সংবিধান সংস্কার কমিশন গঠন, আইনসভা, মন্ত্রীসভা, রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও বিচার বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা, প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনের মেয়াদ অনূর্ধ্ব পরপর দুই বার করা, সংসদে উচ্চ কক্ষ প্রবর্তন করা এবং উচ্চ কক্ষে ১০ শতাংশ নারী সদস্য রাখা, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করা এবং সংবিধান সংস্কারে জুলাই সনদে যে আঙ্গিকে ঐকমত্য ও স্বাক্ষরিত হয়েছে সেগুলো সে মতে বাস্তবায়ন করা।

উদ্যোগ/পদক্ষেপ: সংবিধান সংস্কার পরিষদ গঠন ও গণভোটের রায় ও প্রক্রিয়ার সাংবিধানিক বৈধতা নিয়ে সংসদে বিতর্ক দেখা গেছে। সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংসদে সংবিধান সংশোধনের পক্ষে অবস্থান নেয় বিএনপি। তবে পরবর্তী (বাজেট) অধিবেশনে সংবিধান সংশোধন বিল উত্থাপনের পাশাপাশি সরকারি ও বিরোধী দলের (সরকারি ১২ এবং বিরোধী ৫) সমন্বয়ে ১৭ সদস্যের বিশেষ কমিটি গঠনের প্রস্তাব দেয় সরকার।

পর্যবেক্ষণ: সংসদ সদস্যদের শপথ অনুষ্ঠানে সরকারি ও বিরোধী দলের মধ্যে শপথ ইস্যুতে এবং সংবিধান 'সংস্কার' ও 'সংশোধন' নিয়ে ভিন্ন অবস্থান দেখা যায়। জাতীয় স্বার্থে মৌলিক বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর ঐকমত্যের সংস্কৃতি গড়ে তুলতে না পারার চর্চা অব্যাহত রয়েছে। আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে উচ্চকক্ষ গঠন বিষয়ে জুলাই সনদে বিএনপির নোট অব ডিসেন্ট থাকায় তা বাস্তবায়নে অনিশ্চিয়তা তৈরি হয়েছে। সংবিধান সংস্কার পরিষদের অধিবেশন আহ্বান নিয়ে সংসদে বিতর্ক লক্ষ করা যায়। সংসদে আলোচনার মাধ্যমে এ বিষয়ে সমাধান না এলে বিরোধী দল রাজপথে আন্দোলনের হুমকি দেয়। জুলাই সনদ নিয়ে সরকারি দলের উচ্চ পর্যায়ের নেতাদের ভিন্ন ভিন্ন বক্তব্য দানের ফলে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন নিয়ে জনমনে সংশয় তৈরি হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে বারবার জুলাই সনদ অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়ন করা হবে বলা হলেও দলের অন্যান্য নেতাদের বক্তব্য ভিন্ন ছিল, যেমন সংসদে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলেন "সংস্কারের 'বাহানায়' যদি নির্বাচন হতে না দেয়, সে জন্য সবকিছুতে আপস করে জুলাই জাতীয় সনদে সই করেছি"। সংবিধান সংস্কারে সংসদে বিশেষ কমিটি গঠনে বিরোধী দল ৫০ শতাংশ সদস্য রাখার প্রস্তাব দেয়, তবে সরকারি দল এ প্রস্তাবে আপত্তি জানায়।

২.৩ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা

সরকারের অঙ্গীকার: বিএনপির রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের ৩১ দফা ও বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারের অঙ্গীকারে মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে মাসদার হোসেন মামলার আলোকে বিচার বিভাগের কার্যকর স্বাধীনতা নিশ্চিত করা, সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল শক্তিশালীকরণ ও বিচারপতি নিয়োগ আইন প্রণয়ন করা এবং অধস্তন আদালতের বিচারক নিয়োগের নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণভাবে সুপ্রীম কোর্টের উপর ন্যস্ত করা।

উদ্যোগ/পদক্ষেপ: জাতীয় সংসদে সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় অধ্যাদেশ, ২০২৫, সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫, এবং সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগ অধ্যাদেশ, ২০২৫ বাতিল করা হয়। সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় বিলুপ্ত করে ওই সচিবালয়ের সিনিয়র সচিবসহ মোট ১৫ জন কর্মকর্তাকে আইন ও বিচার বিভাগে (আইন মন্ত্রণালয়) সংযুক্ত করা হয়। প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে পরামর্শক্রমে কর্মকর্তাদের পরবর্তী পদায়ন না হওয়া পর্যন্ত আইন ও বিচার বিভাগে সংযুক্ত করা হয়। এছাড়া বিচারক নিয়োগ ও সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় বিষয়ক আইন প্রণয়নে অধিকতর যাচাই-বাছাই ও অংশীজনদের পরামর্শ গ্রহণের সিদ্ধান্ত জানায় সরকার।

পর্যবেক্ষণ: বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সংক্রান্ত তিনটি অধ্যাদেশকে রহিত করার মাধ্যমে সরকারের বিচার বিভাগের স্বাধীনতার প্রশ্নে পিছু হটার ইঙ্গিত প্রকাশ পায়। এর মধ্যে দিয়ে সরকারের বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ বিষয়ক অঙ্গীকারের বিপরীতমুখী অবস্থান গ্রহণের চিত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তবে এক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের দৃশ্যমান কোনো অবস্থান গ্রহণ লক্ষ করা যায়নি। 'ভারসাম্য ও অধিকতর যাচাই-বাছাইয়ের' যুক্তিতে সরকার পরবর্তীতে এই আইনগুলো সংশোধন করে বিল আকারে আনার প্রতিশ্রুতি দিলেও এক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ অনুপস্থিত।

২.৩.১ আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার

সরকারের অঙ্গীকার: বিএনপির রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের ৩১ দফা ও বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারের অঙ্গীকারে মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বিচারক নিয়োগের মাধ্যমে মামলা জট কমিয়ে আনা, হয়রানিমুক্ত বিচারপ্রাপ্তি নিশ্চিত করা, বিচারকদের নিয়োগ ও পদোন্নতিতে সততা ও দক্ষতাকে অগ্রাধিকার দেওয়া এবং আইনের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে জেলা পর্যায়ে স্থায়ী প্রসিকিউশন/এটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠা করা।

উদ্যোগ/পদক্ষেপ: মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে 'দ্য কোড অব সিভিল প্রসিডিউর (সংশোধন) বিল, ২০২৬' পাশ করা হয়। বিলে সমন জারির ক্ষেত্রে এসএমএস ও ভয়েস কল ব্যবহার, অ্যাফিডেভিটের মাধ্যমে আরজি ও লিখিত জবাব দাখিল, সরাসরি জেরা এবং ডিক্রি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া সহজিকরণ ইত্যাদি বিধান যুক্ত করা হয়। এছাড়া মামলা জট কমাতে ৩০৪টি বিচারকের পদ সৃজনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন ও ১৫০ জন সিভিল জজ নিয়োগ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ৪০ জনকে সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ হিসেবে পদোন্নতি প্রদানসহ বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়ের মাধ্যমে অধস্তন আদালতের ৯৬৮ জন জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয় এবং আরও ৫৫৩ জনের নিয়োগ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বিচারিক সেবা ডিজিটালাইজড করতে ই-বেইলবন্ড, বিচারিক সেবায় প্রযুক্তির সহায়তা সম্প্রসারণ করা হয়। এছাড়া পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরিত 'ই-জুডিসিয়ারি' প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) পুনর্গঠনের কাজ চলমান রয়েছে। দীর্ঘসূত্রতা কমিয়ে বিচারব্যবস্থার গতি বাড়াতে হাইকোর্টে একদিনে ৭,১০৪টি মামলার নিষ্পত্তি করা হয় যার মধ্যে ৩,৮৪২টি পুরাতন ক্রিমিনাল মিস এবং ৩,২৬২টি পুরাতন রিট মামলা নিষ্পত্তি করা হয়।

পর্যবেক্ষণ: মামলা জট কমানো, বিচার ব্যবস্থা আরও গতিশীল ও জনবান্ধব করতে সরকার বেশকিছু দৃশ্যমান পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বিচার ব্যবস্থার গতি বাড়াতে পুরাতন ক্রিমিনাল মিস ও রিট মামলা নিষ্পত্তির বিষয়টি ইতিবাচক হলেও একদিনে অধিকসংখ্যক মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে ন্যায়বিচারে ত্রুটি বা 'মিসক্যারিজ অব জাস্টিস' হওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে।

২.৩.২ বিচারিক কার্যক্রম

সরকারের অঙ্গীকার: এ বিষয়ে সরকারের অঙ্গীকারের উল্লেখযোগ্য হচ্ছে আইনের শাসন ও আইনের উর্ধ্বে কেউ না থাকার অঙ্গীকার করা এবং জুলাই গণ-অভ্যুত্থানসহ ফ্যাসিস্ট সরকারের আমলে সংঘটিত সকল মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার করা।

উদ্যোগ/পদক্ষেপ: কর্তৃত্ববাদী সরকার কর্তৃক দায়েরকৃত হয়রানিমূলক রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহারের সুপারিশের জন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে চার সদস্যের জেলা কমিটি (৫ মার্চ ২০২৬) গঠন এবং আইনমন্ত্রীর নেতৃত্বে ছয় সদস্যের কেন্দ্রীয় কমিটি (৮ মার্চ ২০২৬) গঠন করে সরকার। ইতোমধ্যে ২৩,৮৬৫টি রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহার করা হয়েছে ও বাকিগুলোর প্রত্যাহারের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের তথ্যমতে ২০০৭-২০২৪ পর্যন্ত দলের নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে মোট রাজনৈতিক মামলার সংখ্যা ১,৪২,৯৮৩টি। কর্তৃত্ববাদী সরকারের সময় এবং জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময়ে দায়েরকৃত জুলাই গণ-অভ্যুত্থান সংশ্লিষ্ট মামলাগুলো যাচাইয়ের জন্য একমাসের মধ্যে জেলাভিত্তিক তথ্য প্রদানের নির্দেশসহ সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মিথ্যা ও 'গায়েবি' (হয়রানিমূলক) মামলা পর্যালোচনা ও প্রত্যাহারের জন্য সরাষ্ট্রমন্ত্রী মৌখিক নির্দেশনা প্রদান করেন। বিতর্কিত কর্মকাণ্ডের অভিযোগ ও মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার কার্যক্রম আরও গতিশীল করতে আইসিটির প্রসিকিউশন ও তদন্ত সংস্থা পুনর্গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মত মাত্র ২৯ কার্যদিবসের মধ্যে মেহেরপুরে ৯ বছর বয়সী এক শিশুকে ধর্ষণের দায়ে আসামিকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান মধ্য দিয়ে মামলার রায় ঘোষণা করা হয়। অন্যদিকে, সোহাগী জাহান তনুর হত্যাকাণ্ডের দশ বছর পর মামলায় অগ্রগতি হিসেবে আদালত হত্যাকাণ্ডে জড়িত সন্দেহে তিনজনের ডিএনএ নমুনা পরীক্ষার অনুমতি দেন এবং এ প্রেক্ষিতে একজন সাবেক সেনা কর্মকর্তাকে গ্রেফতার করা হয়।

পর্যবেক্ষণ: রাজনৈতিক বিবেচনায় মামলা করা, মামলা প্রত্যাহার বা জামিন দেওয়ার চর্চা এখনও অব্যাহত রয়েছে। ভিন্নমতের মানুষের বিচারের ক্ষেত্রে এখনো পুরোনো সংস্কৃতি বিদ্যমান। একদিকে দ্রুততার সাথে সরকারি দলের কর্মীদের বিরুদ্ধে করা হয়রানিমূলক রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহার করা হচ্ছে এবং অন্যদিকে সাংবাদিকসহ ভিন্ন মতের রাজনৈতিক দলের কর্মীদের বিরুদ্ধে হয়রানিমূল মামলা দায়ের এবং বারবার জামিন স্থগিত করা হচ্ছে। সাংবাদিক দম্পতি সাগর-রুনি, মুনিয়া ও ত্বকী হত্যার বিচারে জনমনে প্রত্যাশার সৃষ্টি হলেও এসব মামলায় কোনো অগ্রগতি নেই।

২.৪ নির্বাহী বিভাগ

২.৪.১ মন্ত্রীসভা গঠন

উদ্যোগ/পদক্ষেপ: ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর বিএনপি সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়ী হয়ে সরকার গঠন করে। প্রধানমন্ত্রী, ২৫ জন মন্ত্রী ও ২৩ জন প্রতিমন্ত্রীসহ মোট ৪৯ সদস্যের মন্ত্রিসভা গঠন করা হয়। এছাড়া মন্ত্রীর পদমর্যাদার ৫ জন উপদেষ্টা ও প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদার ৫ জন উপদেষ্টা এবং প্রধানমন্ত্রীর ৫ জন বিশেষ সহকারী নিয়োগ দেওয়া হয়।

পর্যবেক্ষণ: সরকার গঠনের সময় ছোট মন্ত্রিসভা হওয়ার কথা বলা হলেও গতানুগতিক বড় মন্ত্রিসভা গঠন করা হয় এবং একই মন্ত্রণালয়ে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপদেষ্টা নিয়োগের দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যায়। কিছু ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে সমন্বয়হীনতাও দৃশ্যমান ছিল। সরকার গঠনের সময় মন্ত্রণালয় বণ্টনকে কেন্দ্র করে বিতর্ক দেখা দেয়, যেমন কয়েকজন মন্ত্রীকে তাদের অভিজ্ঞতা বা প্রত্যাশার সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রদান করা হয় এবং অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ে একইসাথে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপদেষ্টা নিয়োগ করা হয়। এছাড়া, মন্ত্রী হিসেবে কয়েকজন বিতর্কিত ও সমালোচিত ব্যক্তিকে নিয়োগ প্রদান করা হয় যাদের বিরুদ্ধে ঋণ খেলাপি বা ফৌজদারি অপরাধের অভিযোগ রয়েছে। মন্ত্রীসভায় নারী ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বও কম ছিল, মন্ত্রীসভায় ৩ জন নারী, ১ জন ধর্মীয় সংখ্যালঘু, এবং ১ জন আদিবাসী মন্ত্রী (সদ্য পদত্যাগ করেছেন) অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

২.৪.২ জনপ্রশাসন

সরকারের অঙ্গীকার: এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য অঙ্গীকারের মধ্যে ছিল স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে সকল রাষ্ট্রীয়, সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের পুনর্গঠন, প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন গঠন, মেরিটোক্রেসির বাংলাদেশ বিনির্মাণ তথা মেধা, সততা, সৃজনশীলতা, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণ প্রশাসনে নিয়োগ, বদলি ও পদোন্নতিতে যোগ্যতার একমাত্র মাপকাঠি হিসাবে বিবেচনা করা, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে পেশাদারিত্ব বৃদ্ধি ও দলীয়করণ রোধ, জুলাই অভ্যুত্থানকালে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও নিপীড়নের সঙ্গে জড়িত এবং ভোট জালিয়াতি ও দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত কর্মকর্তাদের চিহ্নিতকরণ এবং তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ, স্বচ্ছতা ও দ্রুততার সাথে পাঁচ লক্ষ সরকারি কর্মচারী নিয়োগ এবং পে-স্কেল বাস্তবায়ন করা।

উদ্যোগ/পদক্ষেপ: সরকার গঠনের পর প্রশাসনে ব্যাপক রদবদল করা হয়। সরকারি দপ্তরে ই-ফাইলিং সেবা ও স্মার্ট অফিস ব্যবস্থাপনা সম্প্রসারণ এবং প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে তদারকি বৃদ্ধি করা হয়। সরকারের ১৮০ দিনের কর্মপরিকল্পনায় রাজনৈতিক

পরিচয়ের বদলে যোগ্যতাভিত্তিক মূল্যায়নের ঘোষণা এবং ৫ লক্ষ নতুন সরকারি কর্মচারী নিয়োগের সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্থ দপ্তর ও সংস্থাসমূহে বিভিন্ন মেয়াদে ৩,১১০টি শূন্য পদে ধাপে ধাপে নিয়োগের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ১ জুলাই ২০২৬ থেকে তিন ধাপে নবম জাতীয় পে স্কেল বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এক্ষেত্রে বেতন-পেনশন বৃদ্ধি, নিম্ন ও মধ্যম স্তরের কর্মচারীদের অধিক সুবিধা, গ্রেড বৈষম্য কমানোর পরিকল্পনা রাখা হয়। পাশাপাশি পে স্কেল বাস্তবায়নে সরকারের ৩৭ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দের পরিকল্পনা গ্রহণ।

পর্যবেক্ষণ: প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন গঠন নিয়ে সরকারের কোনো অগ্রগতি নেই। মেধাভিত্তিক প্রশাসনের অঙ্গীকার সত্ত্বেও প্রশাসনের শীর্ষপদে দলীয় অনুগত অবসরপ্রাপ্ত আমলাদের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ এবং প্রশাসনিক নিয়োগ, পদায়ন, বদলি ও পদোন্নতিতে দলীয় বিবেচনার চর্চা অব্যাহত রয়েছে। দলীয় বিবেচনায় পদায়ন এবং চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ বৃদ্ধির কারণে সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়। গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে দলীয় বিবেচনায় নিয়োগ এবং কিছু ক্ষেত্রে দলীয় রাজনীতিতে সক্রিয় ব্যক্তিদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। নিয়োগ, বদলি, পদায়নের ক্ষেত্রে বাছাই প্রক্রিয়ায় ত্রুটি, তথ্যের ঘাটতি ও তাড়াহুড়া করে প্রজ্ঞাপন জারির কারণে বদলি, পদায়ন ও নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বিশৃঙ্খলা ও বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। অনেকের মধ্যে বদলির আদেশ অমান্য করার নজিরও পাওয়া গেছে। বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাকে বদলি, পদায়ন কিংবা নিয়োগের প্রজ্ঞাপন জারির পর বিতর্কের মুখে অন্তত ১৫ জনকে সরকার প্রত্যাহার করেছে।

২.৫ আইন-শৃঙ্খলা ও মানবাধিকার

সরকারের অঙ্গীকার: সর্বস্তরে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা হবে। একই সঙ্গে সেবাবান্ধব পুলিশ বাহিনী গঠন, অনলাইন সেবা সম্প্রসারণ এবং পুলিশ কমিশন আইন পুনঃপরীক্ষা করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

সরকারের উদ্যোগ/পদক্ষেপ: আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সরকার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের ঘোষণা দেয় এবং কিশোর গ্যাং, অনলাইন জুয়া, সংঘবদ্ধ অপরাধ, মাদক, সন্ত্রাস ও সাইবার অপরাধ দমনে অভিযান পরিচালনা করে। পর্যায়ক্রমে মাঠ থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার শুরু করা হয় এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পুরোপুরি পুলিশ বাহিনীর ওপর ন্যস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সরকার মব ভায়োলেন্স প্রতিরোধে কঠোর অবস্থান ব্যক্ত করে এবং এ ধরনের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে জোরালো ভূমিকা পালনের নির্দেশ দেয়। তাছাড়া, ১০ হাজার কনস্টেবল নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করা হয়। পুলিশের ভাবমূর্তি রক্ষায় র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) এবং বাংলাদেশ পুলিশের শীর্ষ পর্যায়ে বড় ধরনের রদবদল করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় স্থাপনা, অর্থনৈতিক অবকাঠামো, গণপরিবহন ব্যবস্থা এবং জনসমাগমস্থলের নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে । ঢাকার রাস্তায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তি ব্যবহার করে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা নিশ্চিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে ।

পর্যবেক্ষণ: 'পুলিশ কমিশন অধ্যাদেশ-২০২৫' সংশোধন করে জাতীয় সংসদে পাশ করার কথা বলা হলেও কী ধরনের সংশোধন করা হবে তা সুস্পষ্ট করা হয়নি। বিএনপি পূর্বে মানবাধিকার লঙ্ঘনে সম্পৃক্ত থাকার কারণে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) বিলুপ্তির দাবি করলেও সরকার গঠনের পর র‍্যাবকে শক্তিশালী করার উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং র‍্যাবকে বহাল রেখে একটি আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। কর্তৃত্ববাদী শাসনামলের বিতর্কিত ও মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্ত পুলিশ কর্মকর্তারা লবিইংয়ের মাধ্যমে এবং অনিয়ম-দুর্নীতির সুযোগে পদোন্নতি পাচ্ছে এবং সুবিধাজনক দপ্তরে পদায়ন অব্যাহত থাকার অভিযোগ রয়েছে।

মানবাধিকার বিষয়ে সরকারের অঙ্গীকার: মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র অনুযায়ী মানবাধিকার সুরক্ষা নিশ্চিত করা হবে এবং সুনির্দিষ্ট মানদণ্ডের ভিত্তিতে মানবাধিকার কমিশনে নিয়োগ প্রদান করা হবে।

উদ্যোগ/পদক্ষেপ: অন্তর্বর্তী সরকারের সময় জারি করা 'জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৫'-এর অধিকতর যাচাই-বাছাইয়ের জন্য সংসদে আইন হিসেবে পাশ না করে এবং পরবর্তীতে উক্ত অধ্যাদেশ বাতিল করে 'জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০২৬'-এর একটি খসড়া প্রণয়ন করা হয়। এছাড়া 'গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৬' সংশোধন করে একটি খসড়া আইন প্রণয়ন করা হয়।

পর্যবেক্ষণ: জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ ২০২৫ বাতিল করার প্রতিবাদস্বরূপ কমিশনের চেয়ারম্যানসহ সব সদস্য একযোগে পদত্যাগ করে। অন্যদিকে, খসড়া মানবাধিকার কমিশন আইনে মানবাধিকার কমিশনের গঠন, ভূমিকা, ক্ষমতা, কার্যাবলী ইত্যাদি ধারা উদ্বেগজনক। সরকারি নিয়ন্ত্রণের বাইরে বাস্তবে স্বাধীন মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জনপ্রত্যাশা পূরণ, প্যারিস নীতিমালা এবং আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সাথে সাংঘর্ষিক। খসড়া আইনে মানবাধিকার কমিশনের স্বাধীনতা ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘন তদন্তের এখতিয়ার খর্ব করা হয়েছে এবং কমিশনের ওপর সরকারে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। খসড়ায় মূলত কর্তৃত্ববাদী সরকারের সময়ে প্রণীত ২০০৯ সালের আইনের ধারাসমূহ পুনর্বহাল করা হয়েছে। পাশাপাশি গুম ও মানবাধিকার লঙ্ঘন সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত বিনষ্ট হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়েছে।

অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়নে পুলিশের তৎপরতা বৃদ্ধি পেলেও সামগ্রিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। বিশেষ করে ছিনতাই, চুরি, ডাকাতি, অপহরণ, নারী নির্যাতন, ধর্ষণের ঘটনা লক্ষণীয় মাত্রায় বিদ্যমান ছিল যা

উদ্বেগজনক। কিশোর গ্যাংয়ের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে এবং ঢাকায় সংঘটিত অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িতদের মধ্যে প্রায় ৪০ শতাংশই কিশোর। বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পৃষ্ঠপোষকতার অভিযোগ রয়েছে।

মানবাধিকার লঙ্ঘনের কিছু উদ্বেগজনক ঘটনা লক্ষ করা গেছে। গণপিটুনি ও মব সহিংসতার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা দেওয়া হলেও তা কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়নি। বিভিন্ন স্থানে মাজার এবং ধর্মীয় ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলার ঘটনা অব্যাহত রয়েছে। ঢাকা, কুষ্টিয়া ও সিলেটে মাজার ও বাউল সম্প্রদায়ের ওপর হামলা, অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে এবং একজন পীরকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। এছাড়া কারা হেফাজতে মৃত্যুর ঘটনা অব্যাহত রয়েছে। ক্ষমতাসীন দলের এক নেতাকে নিয়ে ফেসবুকে সমালোচনামূলক পোস্ট দেওয়ার জেরে একজনকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে।

সারণি: অপরাধ ও মানবাধিকার লঙ্ঘন চিত্র (মার্চ-মে ২০২৬)

অপরাধ ও মানবাধিকার লঙ্ঘন	মার্চ, ২০২৬	এপ্রিল, ২০২৬	মে, ২০২৬*	মোট
ডাকাতি	৩৯টি	৫১টি	৪২টি	১৩২টি
ছিনতাই	১৪২টি	১৫২টি	১৬৭টি	৪৬১টি
খুন	৩১৭টি	২৮৮টি	৩১০টি	৯১৫ টি
দাঙ্গা	০	৩টি	৪টি	৭ টি
অপহরণ	১০২টি	৯৪টি	৯০টি	২৮৬ টি
পুলিশের ওপর হামলা	৬৩টি	৬৬টি	৫৫টি	১৮৪ টি
চুরি	১,১৪১টি	১,০৭৩টি	১,০৬৪টি	৩,২৭৭ টি
নারী ও শিশু নির্যাতন	১,৪৮৫টি	২,০১১টি	১,৯৫২টি	৫,৪৪৮ টি
ধর্ষণের শিকার	৪৩-৪৮জন	৩৫-৫৪জন	৫৯-৮৩ জন	১৩৭-১৮৫ জন
গণধর্ষণের শিকার	১৬-১৯ জন	১৪-১৭ জন	১২-১৭ জন	৪২-৫৩ জন
ধর্ষণের শিকার শিশু	২৯- ৪১ জন	২০-৩০ জন	৩৩-৫৭ জন	৮২-১২৮ জন
গণপিটুনি ও মব সহিংসতা	২৫-৩৬টি	৪৪টি	৬৬টি	১৩৫-১৪৬টি
গণপিটুনিতে নিহত	১৩-২০ জন	১৮-২২ জন	২৮-৩২ জন	৫৯-৭৪ জন
গণপিটুনিতে আহত	৩১-৩৮ জন	৩৯-৪৯ জন	৬৮-৭১ জন	১৩৮-১৫৮ জন
কারা হেফাজতে মৃত্যু	৯-১২ জন	৫-৬ জন	৭-১০ জন	২১-২৮ জন
আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নির্যাতনে আহত	০ জন	৫ জন	০ জন	৫ জন
বিচারবহির্ভূত হত্যা	১ জন	০	১ জন	২ জন
ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত ও অবমাননার অভিযোগে গ্রেফতার	২ জন	৫ জন	২ জন	৯ জন

* গবেষণার সময়সীমা ২৭ মে ২০২৬ পর্যন্ত করা হলেও, এ সময় পর্যন্ত পৃথক তথ্য না থাকায় মে মাসের পুরো মাসের তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। **তথ্যসূত্র:** *বাংলাদেশ পুলিশ; হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি (এইচআরএসএস); মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশন (এমএসএফ); আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)*

২.৬ স্থানীয় সরকার

সরকারের অঙ্গীকার: বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্বশাসিত ও ক্ষমতাবান করা হবে। একই সঙ্গে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর জবাবদিহি বৃদ্ধি এবং অন্য কোনো জনপ্রতিনিধির খবরদারিমুক্ত করা হবে। পাশাপাশি পর্যাপ্ত অর্থায়ন নিশ্চিত করা হবে।

উদ্যোগ/পদক্ষেপ: সকল সিটি কর্পোরেশন এবং ৪২টি জেলা পরিষদে প্রশাসক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় সরকার নির্বাচনকে অবাধ, নিরপেক্ষ ও সহিংসতামুক্ত করতে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে নির্বাচনী আচরণ বিধিমালা সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে যার মধ্যে ডামি প্রার্থী ঠেকাতে জামানত বৃদ্ধি, অনলাইনে মনোনয়ন জমা এবং প্রার্থী হওয়ার ক্ষেত্রে সমর্থকদের স্বাক্ষর জমা দেওয়ার মতো শর্ত বাতিল বা সংশোধনের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। অক্টোবর ২০২৬ থেকে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের প্রস্তুতি গ্রহণের পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার। হকার ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা ফেরাতে 'ঢাকা শহরের হকার ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০২৬' প্রণয়ন করা হয়েছে এবং হকারদের ডিজিটাল নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র বাধ্যতামূলক করেছে এবং নিবন্ধনের মাধ্যমে হকারদের মাঝে স্মার্টকার্ড বিতরণ শুরু করা হয়েছে।

পর্যবেক্ষণ: 'বিশেষ পরিস্থিতি বা জনস্বার্থে' জনপ্রতিনিধিদের অপসারণ এবং প্রশাসক নিয়োগের ক্ষমতা সরকারের হাতে রেখে স্থানীয় সরকার সংশ্লিষ্ট বিলসমূহ পাস করা হয়েছে যা স্থানীয় সরকারের স্বায়ত্তশাসন ও রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা নিশ্চিতের অন্তরায় হিসেবে

দেখা হচ্ছে। সকল সিটি কর্পোরেশন এবং ৪২টি জেলা পরিষদে দলীয় বিবেচনায় প্রশাসক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, যাদের অনেকের পরবর্তী স্থানীয় সরকার নির্বাচনে অংশগ্রহণের সম্ভাবনা রয়েছে, যা তাদের নির্বাচনী প্রতিযোগিতায় বাড়তি সুবিধা দেবে। প্রতিটি উপজেলা পরিষদ ভবনে সংসদ সদস্যদের জন্য 'পরিদর্শন কক্ষ' বরাদ্দের মাধ্যমে স্থানীয় সরকারের ওপর সংসদ সদস্যদের প্রভাব বিস্তারের ও হস্তক্ষেপের সুযোগ সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, যা স্থানীয় সরকার নির্বাচনকেও প্রভাবিত করার আশঙ্কা রয়েছে। নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের বিনিময়ে হকার কার্ড বিতরণের অভিযোগ উঠেছে। রাস্তা ও ফুটপাত দখলমুক্ত করার অঙ্গীকার করা হলেও সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক হকারদের রাস্তা ও ফুটপাতে স্থান বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে। ক্ষমতার পরিবর্তনের সাথে সাথে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের 'ময়লা বাণিজ্য' হাতবদল হয়েছে।

২.৭ সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধ

সরকারের অঙ্গীকার: দুর্নীতি দমনে পদ্ধতিগত ও আইনি সংস্কার করা, দুর্নীতি প্রতিরোধে দৃশ্যমান কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ ও ন্যায়পাল নিয়োগ, দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতে আইন ও পদ্ধতিগত সংস্কার এবং কমিশনার নিয়োগে নতুন আইন প্রণয়ন করা, এবং জাতীয় সংসদের অনুমোদন সাপেক্ষে বাংলাদেশকে রাষ্ট্রীয়ভাবে 'ওপেন গভরমেন্ট পার্টনারশিপ'-এর পক্ষভুক্ত করা।

উদ্যোগ/পদক্ষেপ: টিআইবির প্রস্তাবে দুদক সংস্কারের প্রতিশ্রুতিসহ দুর্নীতিবিরোধী কর্মকৌশল গ্রহণে এবং ২০২৮ সালের আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী সম্মেলন বাংলাদেশে আয়োজনে প্রধানমন্ত্রীর নীতিগত সম্মতি প্রদান করে। দুর্নীতি দমন কমিশন আইন সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে দুদকের কাছে আইন মন্ত্রণালয় খসড়া প্রণয়নের প্রস্তাব দিয়েছে এবং খসড়া প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে মর্মে সংবাদ প্রকাশ করা হয়েছে, যদিও এক্ষেত্রে সঠিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অস্পষ্টতা বিদ্যমান রয়েছে।

পর্যবেক্ষণ: সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের পর কমিশনের চেয়ারম্যান ও কমিশনারগণ ৩ মার্চ ২০২৬ পদত্যাগ করলেও কমিশনার নিয়োগে সার্চ কমিটি গঠন বা কমিশনার নিয়োগে অগ্রগতি দেখা যায়নি, ফলে কমিশনের কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়ে। অন্যদিকে সরকার 'দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) সংশোধন অধ্যাদেশ ২০২৫' বাতিল করে পূর্বের (২০০৪ সাল) আইনে ফিরে যায়। দুদক সংস্কার কমিশনের সুপারিশের সাথে বিএনপিসহ সকল দল একমত হলেও দুর্নীতি প্রতিরোধে আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারে ক্ষেত্রে সরকারের পিছু হটার ইঙ্গিত বহন করে। কমিশনার শূন্যতা এবং আইনি ও রাজনৈতিক জটিলতায় অনুসন্ধান, মামলা ও চার্জশিট দাখিল, অভিযুক্তদের বিদেশ গমনে নিষেধাজ্ঞা আরোপ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কার্যক্রমও স্থবির হয়ে পড়েছে। যার ফলে দুদকে প্রতিদিন জমা হওয়া নতুন অভিযোগ অনুসন্ধান, মামলা দায়ের ও তদন্ত অনুমোদন না হওয়ায় অভিযোগ ও ফাইলের জট তৈরি হচ্ছে এবং দুর্নীতি-সংক্রান্ত মামলা ও অভিযোগ নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রতা বাড়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে। কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের পর জমা হওয়া ১৫ হাজার অভিযোগ এবং এর মধ্যে ভিআইপি ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ৩,৫০০ মামলা দায়ের এবং ৩০০ ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠানের সম্পদ ক্রোক ইত্যাদি চলমান কার্যক্রম বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। সরকারের অগ্রাধিকারমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার মূলধারায় সুশাসন ও দুর্নীতি প্রতিরোধ অন্তর্ভুক্তি বিষয়ে পরিকল্পনা দৃশ্যমান নেই। দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ যেমন সংসদ সদস্য ও সরকারি দায়িত্বপ্রাপ্তদের আয়-ব্যয় ও সম্পদ বিবরণী প্রকাশ করা, রিয়েল-টাইম অডিট সংক্রান্ত কোনো নির্দেশনা ও উদ্যোগ গ্রহণ এবং 'ওপেন গভর্নমেন্ট পার্টনারশিপ' সংক্রান্ত কোনো নির্দেশনা ও উদ্যোগ দেখা যায়নি। বিভিন্ন দপ্তরে সিন্ডিকেটের সক্রিয়তা অব্যাহত আছে, যেমন পদ্মা, মেঘনা ও যমুনা অয়েল ডিপোতে কিছু অসাধু কর্মকর্তা, স্থানীয় সিন্ডিকেট ও জাহাজের নাবিকদের যোগসাজশে তেল চুরির ঘটনা বা গণপূর্ত অধিদপ্তরে দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মকর্তাদের একটি গ্রুপ দীর্ঘদিন ধরে একই পদে ঢাকায় বিভিন্ন দপ্তরে কর্মরত রয়েছে, যাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে বদলির আদেশ দিলেও কার্যকর করা যাচ্ছে না, এর মধ্যে কয়েকজন অভিযুক্ত কর্মকর্তার পদোন্নতির ঘটনার অভিযোগও রয়েছে।

২.৮ অর্থ পাচার রোধ

সরকারের অঙ্গীকার: কর্তৃত্ববাদী সরকারের আমলে পাচার হওয়া অর্থ দেশে ফেরত আনা এবং দুর্নীতি নিয়ে শ্বেতপত্র প্রকাশ ও চিহ্নিত দায়ীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

উদ্যোগ/পদক্ষেপ: অস্বাভাবিক লেনদেন তদন্তে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) অন্তর্বর্তী সরকারের সাবেক ৫ উপদেষ্টা ও বিশেষ সহকারীর ব্যাংক হিসাব তলব করে। বিএফআইইউ থেকে দুর্নীতি, ঘুষ, অর্থ পাচার ও জালিয়াতি প্রতিরোধে ব্যাংকের শীর্ষ কর্মকর্তাদের লিখিত অঙ্গীকার গ্রহণ ও তা দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শনের নির্দেশ প্রদান করা হয়। অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে, এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশের পাচার হওয়া জব্দকৃত সম্পদ দেশে ফেরত আনতে সরকারের আইনি প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। পাচারকৃত অর্থ পুনরুদ্ধারে ১৪১টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। ১৫টি মামলায় চার্জশিট দাখিল ও ৬টি মামলায় রায় প্রদান (২৫ মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত) করা হয়েছে এবং আন্তঃসংস্থা টাস্কফোর্স কর্তৃক চিহ্নিত ও অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ১১টি মামলায় শেখ হাসিনা পরিবারের সংশ্লিষ্টতায় পাচারকৃত অর্থ ফেরাতে আইনি প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশে দেশের বড় ছয়টি শিল্পগোষ্ঠীর পাচারকৃত অর্থ ও বিদেশী সম্পদ অনুসন্ধান ও উদ্ধারে বাংলাদেশের ১০টি ব্যাংকের সাথে একাধিক বহুজাতিক আইনি ও ব্যবসায়িক পরামর্শ সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানের ৩৬টি নন-ডিসক্লোজার অ্যাগ্রিমেন্ট স্বাক্ষর করা হয়েছে। এক্ষেত্রে পাচারকৃত সম্পদ পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের চেষ্টা করা হলে বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি) বিদেশে পাচার হওয়া প্রায় ৪৪ কোটি টাকার ক্রিপ্টোকারেন্সি দেশে ফিরিয়ে আনে। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অর্থপাচারের প্রধান গন্তব্য ১০টি দেশে অনুসন্ধান করা হচ্ছে।

দেশগুলো হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, সুইজারল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, থাইল্যান্ড, সংযুক্ত আরব আমিরাত, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, হংকং। এর মধ্যে মালয়েশিয়া, হংকং ও সংযুক্ত আরব আমিরাত 'পারস্পরিক আইনগত সহায়তা চুক্তি' স্বাক্ষরে সম্মতি জ্ঞাপন করে এবং বাকি ৭টি দেশের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরে প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। পাচার করা অর্থ ফিরিয়ে আনতে ২৩টি দেশে মিউচুয়াল লিগ্যাল অ্যাসিস্ট্যান্স রিকোয়েস্ট (এমএলএআর) করা হয়েছে। আরো ২১টি দেশে এমএলএআর প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধে সাইপ্রাস সরকার এস আলম ও তার স্ত্রীর মালিকানাধীন সম্পত্তি জব্দের আদেশ দেয় যা পাচারকৃত অর্থ উদ্ধারে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি।

পর্যবেক্ষণ: ঋণখেলাপি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে খেলাপি ঋণ পুনঃতফসিলীকরণ এবং দুর্বল ব্যাংকের অভিযুক্ত শেয়ারধারীদের ব্যাংকের মালিকানা ফিরিয়ে দেওয়ার সুযোগ করে দেওয়ার মতো বিতর্কিত উদ্যোগ গ্রহণ করে।

২.৯ গণমাধ্যম ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা

সরকারের অঙ্গীকার: মিডিয়া কমিশন গঠন এবং তথ্য ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হবে। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং গণমাধ্যমের নৈতিকতা ও পেশাদারিত্ব নিশ্চিত করতে স্বাধীন নিয়ন্ত্রক কাঠামো গঠন করা হবে। পাশাপাশি ফ্যাক্ট-চেকিং সংস্থার সমন্বয়ের মাধ্যমে গুজব, ভুয়া খবর, ঘৃণামূলক বক্তব্য ও অপপ্রচার রোধ করা হবে।

উদ্যোগ/পদক্ষেপ: সরকার ১৯৭৪ সালের প্রেস কাউন্সিল অ্যাক্ট যুগোপযোগী করে প্রেস কাউন্সিলকে আরও শক্তিশালী, কার্যকর ও গণমাধ্যমবান্ধব প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করার জন্য প্রয়োজনীয় সংশোধনী কার্যক্রম চালাচ্ছে। গণমাধ্যম কমিশন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রথম ধাপে একটি পরামর্শ কমিটি গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। দশম ওয়েজ বোর্ড গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছে। বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল সাংবাদিকতার মানোন্নয়ন ও ভুয়া সাংবাদিকতা প্রতিরোধে সাংবাদিকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারণসহ 'প্রকৃত সাংবাদিকদের' একটি পূর্ণাঙ্গ অনলাইন ডাটাবেজ তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। পাশাপাশি সাংবাদিকদের পেশাগত মর্যাদা, বেতন-কাঠামো এবং সামগ্রিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে রোডম্যাপ তৈরির ঘোষণা করেছে। তাছাড়া, ওয়েজ বোর্ড বাস্তবায়ন বা সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে 'রুলস অফ বিজনেস' ও অন্যান্য আইনি সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করার উদ্যোগ নিয়েছে। সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের মাধ্যমে পেশাগত কাজ করতে অক্ষম বা অসমর্থ, শারীরিক বা মানসিকভাবে অসুস্থ এবং চিকিৎসার ব্যয় নির্বাহে অসমর্থ সাংবাদিকদের পাশাপাশি সাংবাদিকতায় বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সুযোগ-সুবিধা প্রদান করছে। এছাড়া সচিবালয়ে সাংবাদিকদের প্রবেশের জন্য ব্যবহৃত বাতিল হওয়া অ্যাক্রেডিটেশন কার্ড নবায়নের বিষয়ে আপিলের সুযোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

পর্যবেক্ষণ: ডাটাবেজ করার ক্ষেত্রে 'প্রকৃত সাংবাদিক' কারা, তা কোন মানদণ্ডে নির্ধারণ করা হবে এবং কে নির্ধারণ করবে সে বিষয়ে সে বিষয়ে অস্পষ্টতা রয়েছে। সচিবালয়ে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে কতজন সাংবাদিক অ্যাক্রেডিটেশনের জন্য আপিল করেছে এবং কতজনকে অ্যাক্রেডিটেশন দেওয়া হয়েছে সে বিষয়ে কোনো তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। 'সাইবার সুরক্ষা আইন, ২০২৬'-এ "ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক ঘৃণামূলক বা জাতিগত বিদ্বেষমূলক বক্তব্য" অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে, যার অপব্যবহারের মাধ্যমে বাকস্বাধীনতা লঙ্ঘনের আশঙ্কা রয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মতামত প্রকাশকে কেন্দ্র করে গ্রেপ্তার, হয়রানি ও আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে; প্রধানমন্ত্রীর সমালোচনা করে ফেসবুকে পোস্ট দেওয়ার অভিযোগে একাধিক জনকে গ্রেফতার করেছে। ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত ও অবমাননার অভিযোগে গ্রেপ্তারের ঘটনাও লক্ষণীয়।

নাগরিকদের ওপর গুপ্তচরবৃত্তি করার কাজে ব্যবহৃত বিতর্কিত এনটিএমসি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আমলে বিলুপ্ত করার পদক্ষেপ নিলেও বর্তমান সরকারের এই সংস্থার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে এবং এনটিএমসির সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ৯৫ কোটি টাকার সরঞ্জাম ক্রয়ের প্রস্তাব অনুমোদন করেছে। সরকারের এই সময়ে সাংবাদিক নির্যাতন অব্যাহত রয়েছে– বিএনপি সরকারের ১০০ দিনে মোট ১৩০টি ঘটনায় ১৮৮ জন সাংবাদিক হয়রানির শিকার বা ক্ষতিগ্রস্ত, ১২ জন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে মামলা ৭ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে সাংবাদিক নির্যাতনে দলীয় নেতা-কর্মীদের সম্পৃক্ততা থাকলেও তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। একটি গণমাধ্যমের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে সাংবাদিকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে এবং নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য একটি রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীরা গণমাধ্যম অফিসে বিক্ষোভ করেছে। জুলাই গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে 'হয়রানিমূলক মিথ্যা' মামলায় গ্রেফতার হওয়া অনেক সাংবাদিকের জামিন না হওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

২.১০ তথ্য অধিকার ও তথ্য প্রকাশ

সরকারের অঙ্গীকার: তথ্য অধিকার ও তথ্য প্রকাশ নিশ্চিত করা হবে।

উদ্যোগ/পদক্ষেপ: সরকার অপতথ্য রোধ এবং ডিজিটাল মাধ্যমের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে জনসম্পৃক্ততা বাড়াতে 'নিউ মিডিয়া' সংক্রান্ত একটি নতুন কৌশলগত প্রকল্প গ্রহণের ঘোষণা করেছে। সরকার ভুয়া তথ্য শনাক্তকরণ, সত্যতা উন্মোচন (ডিবাঙ্কিং) এবং জনগণের কাছে সঠিক তথ্য প্রচারের জন্য তিন স্তরের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। পাশাপাশি সংবাদমাধ্যমের লোগো অপব্যবহার করে বিভ্রান্তি ছড়ানো রোধে নীতিমালা ও আইনি কাঠামো প্রণয়নের ঘোষণা দিয়েছে। এছাড়া সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ ও অংশীজনদের মতামতের ভিত্তিতে একটি কার্যকর তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের ঘোষণা দিয়েছে।

পর্যবেক্ষণ: তথ্য কমিশন গঠন ও তথ্য অধিকার আইন সংশোধনের ক্ষেত্রে কোনো অগ্রগতি নেই। সরকার গঠনের পর প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের ওয়েবসাইট থেকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে পরিবর্তন করার সময় অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে

গুরুত্বপূর্ণ সরকারি নথি ও তথ্য-উপাত্ত অনলাইন থেকে সরিয়ে আর্কাইভ করা হয়েছে। ওয়েবসাইট থেকে এসব তথ্যে সরাসরি প্রবেশগম্যতা বন্ধ করা হয়েছে,যা স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের অন্তরায়। তবে, যথাযথ প্রক্রিয়ায় আবেদনের প্রেক্ষিতে এসব তথ্য পাওয়া যাবে বলে কর্তৃপক্ষ আশ্বাস দিয়েছে।

২.১১ শিক্ষা খাত

সরকারের অঙ্গীকার: রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে পেশাদারিত্ব বৃদ্ধি ও দলীয়করণ রোধ করা হবে। একই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের ক্ষমতায়ন করা হবে এবং শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাস ও মাদকমুক্ত করা হবে। এছাড়া দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে শিক্ষা খাতকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

উদ্যোগ/পদক্ষেপ: বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপাচার্য নিয়োগে সার্চ কমিটি পুনর্গঠন করা হয়েছে। প্রতি বছর বিদ্যালয়ে পুনরায় ভর্তি ফি বাতিল করা হয়েছে। পাশাপাশি লটারির পরিবর্তে বিদ্যালয়ে পরীক্ষার মাধ্যমে ভর্তি ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। শিক্ষকদের প্রতিবন্ধি শিশু বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান ও এমপিওভুক্ত শিক্ষক বদলী নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে।

পর্যবেক্ষণ: মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই ১৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে, তবে অব্যাহতির কোনো কারণ উল্লেখ করা হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে উপাচার্য নিয়োগের ক্ষেত্রে সার্চ কমিটি থাকলেও যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে দলীয় বিবেচনায় উপাচার্য নিয়োগ; ক্ষমতাসীন দলের গুরত্বপূর্ণ পদে থাকা একজনকে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ। একইভাবে সহ-উপাচার্য, ট্রেজারার, ডিন ও প্রভোস্ট পদেও রাজনৈতিক বিবেচনায় পরিবর্তন আনা হয়েছে। সরকারের গঠন পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলন, সংঘর্ষ ও সহিংসতা ঘটেছে। উপাচার্য নিয়োগকে কেন্দ্র করে এবং পদোন্নতির ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতা ইস্যুতে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলন হয়েছে। শিক্ষকদের পদোন্নতির দাবিতে ডাকা কমপ্লিট শাটডাউনের কারণে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম অচল হয়ে পড়েছে। গাজীপুরের ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (ডুয়েট) উপাচার্য নিয়োগকে কেন্দ্র করে শিক্ষার্থীদের একাংশ আন্দোলন করেছে। এছাড়া, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রভাব বিস্তারকে কেন্দ্র করে দুইটি ছাত্র সংগঠনের মধ্যে সংঘর্ষ ও সহিংসতা ঘটেছে।

২.১২ স্বাস্থ্য খাত

সরকারের অঙ্গীকার: বিনামূল্যে মানসম্মত প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ, দুর্নীতিমুক্ত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। একই সঙ্গে প্রত্যেক নাগরিককে ই-হেলথ কার্ড প্রদান, ওষুধ ও ভ্যাকসিন সরবরাহ নেটওয়ার্কের উন্নয়ন এবং জাতীয় অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল গঠনের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে।

উদ্যোগ/পদক্ষেপ: সরকার এক লাখ স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। হাম প্রতিরোধে ১.৮৩ কোটি শিশুকে হামের টিকা প্রদান করা হয়েছে এবং ১০টি জেলা হাসপাতালে পেডিয়াট্রিক ভেন্টিলেটর সরবরাহ করেছে। এছাড়া চিকিৎসকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে উপজেলা ও অন্যান্য বড় হাসপাতালে অস্ত্রসহ আনসার সদস্য মোতায়েনের ঘোষণা করেছে।

পর্যবেক্ষণ: কিছু হাসপাতালে স্বাস্থ্য মন্ত্রী আকস্মিক পরিদর্শন করলেও স্বাস্থ্যখাতের দুর্নীতি প্রতিরোধে দৃশ্যমান অগ্রগতি নেই। হামের সংকট অব্যাহত রয়েছে, প্রায় ৬৭ হাজার শিশু আক্রান্ত হয়েছে এবং ৪৭২ জন মারা গেছে (২৭ মে, ২০২৬ পর্যন্ত)। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বাংলাদেশকে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হিসেবে চিহ্নিত করেছে এবং বিশেষজ্ঞরা এটিকে জনস্বাস্থ্য জরুরি অবস্থা হিসেবে ঘোষণার আহ্বান জানিয়েছে, তবে বিষয়টি যথাযথ গুরুত্ব পায়নি। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় হাম মোকাবিলায় বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ যথাযথভাবে বিবেচনা করেনি। সংকট মোকাবিলায় সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর মধ্যে যোগাযোগ ও সমন্বয়ের ঘাটতি রয়েছে। রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা সেবা প্রদানে ঘাটতি দৃশ্যমান। এছাড়া হাম শনাক্তকরণের পরীক্ষা কেবল রাজধানীর জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের পরীক্ষাগারে সীমাবদ্ধ এবং দেশের অন্য কোথাও এ পরীক্ষা করার সুযোগ নেই। তাছাড়া, পরীক্ষাগারে প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত কিটের ঘাটতিও রয়েছে (১৮ মে, ২০২৬)। হাম-সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ টিকা বিষয়ে ভুল ও কৌশলী তথ্য প্রদান করেছে- হামে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যাসংক্রান্ত তথ্যে গড়মিল, মুদ্রণত্রুটি এবং সংখ্যাগত পুনরাবৃত্তি (ডুপ্লিকেশন) রয়েছে।

২.১৩ ব্যাংক ও আর্থিক খাত

সরকারের অঙ্গীকার: কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বায়ত্তশাসন, ক্ষমতা ও তদারকি শক্তিশালী করা হবে এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যকর নজরদারি বৃদ্ধি করা হবে। একই সঙ্গে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ বিলুপ্ত করা হবে। ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনায় রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ এবং পারিবারিক প্রভাবমুক্ত করা হবে। পাশাপাশি উচ্চ খেলাপি ঋণ সমস্যা পর্যালোচনা করে দায়ীদের আইনের আওতায় আনা এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর সমস্যা সমাধানে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

পর্যবেক্ষণ: পূর্বে ঋণখেলাপি হিসেবে চিহ্নিত, বিভিন্ন প্রভাবশালী ব্যবসায়ী গ্রুপের সাথে সম্পৃক্ত এবং ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দলের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্য একজন ব্যবসায়ীকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। ব্যাংক রেজুলেশন আইন ২০২৬-এ একীভূত হওয়া দুর্বল ব্যাংকের পুরোনো শেয়ারধারীদের কোনো ধরনের জবাবদিহিতা ব্যতিরেকে আবারও ব্যাংকের মালিকানায় ফেরার সুযোগের বিধান যুক্ত করার মাধ্যমে চিহ্নিত লুটেরাদের পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এছাড়া ব্যাংক খাতে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধে কঠোর পদক্ষেপের ঘাটতি এবং বিভিন্ন ব্যাংকের পরিচালনায় দলীয় ব্যক্তিদের প্রবেশের চেষ্টা লক্ষণীয়। একই সঙ্গে ঋণ খেলাপিদের ১ শতাংশ নগদ ডাউন পেমেন্ট দিয়ে ঋণ পুনঃতফসিল করার সুযোগ প্রদান

করে পূর্বের চর্চা অব্যাহত রাখা হয়েছে। পাশাপাশি একক গ্রাহক ঋণসীমায় শিথিলতা আনা হয়েছে, যেখানে একজন ঋণগ্রহীতাকে ব্যাংকের মোট মূলধনের ২৫ শতাংশ ঋণ দেওয়ার সুযোগ রাখা হয়েছে, যা পূর্বে ১৫ শতাংশ ছিল।

২.১৪ সামাজিক নিরাপত্তা

সরকারের অঙ্গীকার: দরিদ্র পরিবারকে ফ্যামিলি কার্ড প্রদান, কৃষক কার্ড ও কৃষকদের সার্বিক সুরক্ষা প্রদান, বয়স্ক ও বিধবা ভাতাসহ কয়েকটি সুরক্ষা ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি, সামাজিক সুরক্ষার আওতা সম্প্রসারণ এবং স্বচ্ছতা ও সুশাসন নিশ্চিতকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

উদ্যোগ/পদক্ষেপ: মে মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রায় ৫৩ হাজার পরিবারকে ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে ২,৫০০ টাকা করে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ২২ হাজার ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষককে কৃষক কার্ড প্রদান করা হয়েছে।

পর্যবেক্ষণ: ফ্যামিলি কার্ডে সরকারি কর্মচারীরা প্রকৃত দরিদ্রদের বঞ্চনা করেছেন বলে ডেপুটি স্পিকারের অভিযোগ রয়েছে। কৃষক কার্ড বিতরণের ক্ষেত্রে কৃষকদের তালিকার মধ্যে ৫০৪ জনের ব্যাংক হিসাব পাওয়া যায়নি। এছাড়া সামাজিক নিরাপত্তার কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় বিপুল পরিমাণ বাজেট সংস্থান নিয়ে সংশয় রয়েছে।

২.১৫ পরিবেশ ও জলবায়ু

সরকারের অঙ্গীকার: জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সংকট ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের পাশাপাশি খাল খননের উদ্যোগ নেওয়া হবে এবং নদী রক্ষায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। একই সঙ্গে প্রতিটি জেলায় ই-বর্জ্য কারখানা স্থাপন, মেডিকেল বর্জ্যের নিরাপদ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা এবং দেশের বনাঞ্চলগুলোকে পুনঃজীবিত করার উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হবে।

উদ্যোগ/পদক্ষেপ: টিআইবির একটি গবেষণা প্রতিবেদনে (২০২৫ সালের ৪ নভেম্বর) উল্লেখ করা বিসিসিটির প্রায় ২,১১০ কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ বিষয়ে দুদকের তদন্ত চলমান রয়েছে। পাশাপাশি খাল খনন ও পুনঃখনন কার্যক্রম শুরু হয়েছে, ১৫ মে পর্যন্ত খনন হয়েছে ৮১৮.৬০ কিলোমিটার। একই সঙ্গে বনায়ন ও সবুজ কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ১ কোটি ৫০ লাখ চারা উৎপাদনের কাজ শুরু হয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানী ব্যবহার করে ১০ হাজার মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ঘোষণা করা হয়েছে।

পর্যবেক্ষণ: জলবায়ু অর্থায়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, শহরাঞ্চলে জলাবদ্ধতা নিরসনের জন্য দৃশ্যমান কর্মপরিকল্পনার ঘাটতি রয়েছে। এছাড়া নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা পূরণের অঙ্গীকার বাস্তায়নের সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ নেই।

২.১৬ বিদ্যুৎ জ্বালানী

পর্যবেক্ষণ: বৈশ্বিক জ্বালানি সংকটকে পুঁজি করে কিছু অসাধু ব্যবসায়ীর অবৈধভাবে জ্বালানি তেল মজুদ ও কালোবাজারির ফলে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি হয়েছে। জ্বালানি তেল নেওয়াকে কেন্দ্র করে তিনজনের প্রাণহানি এবং হতাহতের ঘটনা ঘটেছে। তেল, গ্যাস ও বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। তদারকির ঘাটতির কারণে সরকার-নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি দামে এলপিজি গ্যাস বিক্রি হচ্ছে। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংকট মোকাবিলায় সরকার বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বন্ধের সময়সীমা নির্ধারণ করলেও তদারকির ঘাটতির কারণে তা কার্যকরভাবে প্রতিপালিত হয়নি, ফলে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাওয়া যায়নি।

২.১৭ সড়ক পরিবহন

পর্যবেক্ষণ: বাস কোম্পানির নিয়ন্ত্রণ ও পরিবহন সমিতির নেতৃত্বে পরিবর্তন হয়েছে; আওয়ামী লীগ-সংশ্লিষ্টদের স্থলে বিএনপি-সংশ্লিষ্টদের নেতৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হয়েছে। পরিবহন খাতে চাঁদাবাজি অব্যাহত রয়েছে; সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী চাঁদাবাজিকে 'সমঝোতা' হিসেবে উল্লেখ করায় বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। সরকারের উচ্চ পর্যায়ে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট অবস্থান গ্রহণে ব্যর্থতা লক্ষণীয়।

২.১৮ রাজস্ব ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন প্রকল্প

পর্যবেক্ষণ: রাজস্ব খাত সংস্কারে সরকারের কৌশলগত দিকনির্দেশনা অনুপস্থিত রয়েছে। বিএনপি নির্বাচনি প্রচারণায় কোনো মেগা প্রকল্প গ্রহণ করা হবে না বলে ঘোষণা দিলেও সরকার দেশীয় অর্থায়নে পদ্মা ব্যারেজ, দ্বিতীয় পদ্মা সেতু, দ্বিতীয় যমুনা সেতু এবং নদী ও খাল খননের মতো মেগা প্রকল্পের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে এবং কিছু ক্ষেত্রে প্রকল্প অনুমোদনও দিয়েছে। অথচ তুলনামূলক কম ব্যয়ে তিস্তা প্রকল্পের জন্য বিদেশী অর্থায়নের উদ্যোগ বিতর্কিত হয়েছে। এছাড়া ক্ষমতায় আসার দেড় মাসের মধ্যে সরকার ব্যাংক খাত থেকে প্রায় ৪১ হাজার কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করেছে।

২.১৯ সাম্য ও সামাজিক ন্যায়বিচার

পর্যবেক্ষণ: আদিবাসীদের ভূমি অধিকার আন্দোলনে হামলা ও উচ্ছেদের মতো ঘটনা অব্যাহত রয়েছে। মধুপুরে একটি আদিবাসী পরিবারকে রাবারবাগান কর্তৃপক্ষের অস্ত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে উচ্ছেদ করা হয়েছে। গাইবান্ধায় আন্দোলনরত সাঁওতালদের ওপর হামলায় নারী নেত্রীসহ ৫ জন আহত হয়েছে। তাছাড়া, ই-হেলথ কার্ডের পাইলট প্রকল্প পরিকল্পনায় প্রান্তিক ও আদিবাসী এলাকা অন্তর্ভুক্ত

হয়নি। প্রান্তিক এলাকায় হামের টিকা নিয়ে প্রচারণা ও যোগাযোগের ঘাটতি লক্ষণীয়। আদিবাসী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিশুদের উল্লেখযোগ্য একটি অংশ হামের টিকা ও চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

৩. সার্বিক পর্যবেক্ষণ

- গবেষণায় দেখা যায়, জুলাই অভ্যুত্থান ও ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গণরায়ের মৌলিক অভীষ্ট ছিল এমন এক জনকল্যাণমূলক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা, যা হবে সুশাসিত, জনগণের কাছে জবাবদিহিমূলক ও দুর্নীতিমুক্ত।

- বিপুল জনরায় নিয়ে গঠিত বিএনপি নেতৃত্বাধীন সরকার তাদের রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের ৩১ দফা, নির্বাচনী ইশতেহার এবং প্রচারণাসহ বিভিন্নভাবে জনগণের কাছে প্রদত্ত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিকসহ যতগুলো অঙ্গীকার করেছে, তার কার্যকর ও ফলপ্রসূ বাস্তবায়নের অপরিহার্য পূর্বশর্ত হচ্ছে সকল ক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধ। ক্ষমতা গ্রহণের পর বিএনপি নেতৃত্বাধীন সরকারের প্রধান একাধিকবার সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছেন।

- অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা, মুদ্রাস্ফীতি, সরকারি ঋণের চাপ, দুর্বল ব্যাংকিং খাত, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংকট, জনস্বাস্থ্য সংকট ইত্যাদি চ্যালেঞ্জ নিয়ে নতুন সরকারের যাত্রা শুরু হয়। এই চ্যালেঞ্জগুলো নিয়েই নতুন সরকার নির্বাচনী ইশতেহারের অঙ্গীকার অনুসারে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু করেছে।

- 'শুল্কমুক্ত গাড়ি ও সরকারি প্লট সুবিধা গ্রহণ না করা', 'রাষ্ট্রীয় প্রটোকল গ্রহণ না করা' বা 'প্রত্যেক মন্ত্রীর কাজের মূল্যায়নের ঘোষণা', 'মন্ত্রণালয়ভিত্তিক কিছু কঠোর নজরদারিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ' ইত্যাদি পদক্ষেপ বা ঘোষণা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ে সদিচ্ছা ও প্রয়াসের দৃষ্টান্ত, এবং একইসাথে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের বৈষম্যবিরোধী চেতনায় রাষ্ট্র পরিচালনার সম্ভাবনার দৃষ্টান্ত।

- সরকার গঠনের প্রথম ১০০ দিনে একদিকে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতে সরকারের কিছু কার্যকর উদ্যোগ নবগঠিত সরকারের প্রতি জনমনে প্রত্যাশার সৃষ্টি হয়েছে, অন্যদিকে সরকারের বেশ কিছু পদক্ষেপ বা সরকারের উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গের কিছু বক্তব্য ও কর্মকাণ্ড বিএনপির রাষ্ট্র মেরামতের ৩১ দফা ও নির্বাচনী ইশতেহারের অঙ্গীকারের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ, এবং যা সরকারের রাষ্ট্র পরিচালনায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা, দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং জবাবদিহি নিশ্চিতের সদিচ্ছা নিয়ে দ্বিধা ও উদ্বেগের কারণ।

- অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময় জারি করা ১৩৩টি অধ্যাদেশের মধ্যে ৯৭টি অধ্যাদেশ আইনে পরিণত করার উদ্যোগ সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য। তবে দেশে আইনের শাসন, ন্যায়বিচার ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধসহ জবাবদিহিমূলক সরকার পরিচালনের প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ আইনসমূহ রহিত করা বা অধিকতর যাচাই-বাছাইয়ের জন্য স্থগিত করার মাধ্যমে কার্যত ক্ষমতাসীন বিএনপি সরকারের মোটাদাগে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, মানবাধিকার রক্ষা, দুর্নীতি দমন এবং গুম প্রতিরোধসংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে পেছনে হাঁটার ইঙ্গিত দেয়।

- অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে জারি করা অধ্যাদেশগুলো আইনে পরিণত করার ক্ষেত্রে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, মানবাধিকার রক্ষা, দুর্নীতি দমন-সংক্রান্ত যেসব আইন সামান্য কিছু সংশোধন করে পাশ করা যেত, সরকার তা বাতিল বা স্থগিত করেছে; অন্যদিকে যেসব আইন নির্বাহী বিভাগের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সরকারের হাতকে শক্তিশালী করবে এমন অনেক আইন পাশ করা হয়েছে।

- সরকারের গঠনের ১০০ দিনের মধ্যে দুর্নীতি দমন কমিশন, মানবাধিকার কমিশন ও তথ্য কমিশনের মতো গুরুত্বপূর্ণ কমিশন গঠনের জন্য দৃশ্যমান উদ্যোগ না নেওয়ার ফলে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ, মানবাধিকার সংরক্ষণ ও অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিতকরণ কার্যক্রম একটি দীর্ঘমেয়াদি ঝুঁকির সম্মুখীন হয়েছে। বিশেষ করে সরকারের সকল কর্মসূচির মূলধারায় সুশাসন ও দুর্নীতিবিরোধী কৌশল অন্তর্ভুক্ত করতে ব্যর্থতার কারণে ঘোষিত অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সাফল্যের বিবেচনায় উদ্বেগজনক।

- সরকারের শীর্ষ পর্যায় থেকে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণের ঘোষণা দেওয়া হলেও ক্ষমতাসীন দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মী-সমর্থকদের, আমলাতন্ত্রের ও ব্যবসায়ীসহ প্রায় সকল পেশাজীবীদের অনেকের মধ্যেই দৃশ্যমান "এবার আমাদের পালা" - সংস্কৃতির চর্চা লক্ষণীয়; পুলিশ, প্রশাসন ও সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশ ব্যাংক, বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংক, স্থানীয় সরকার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দলীয় ও গোষ্ঠী বিবেচনায় নিয়োগ, পদায়ন অব্যাহত, যা বিএনপির নির্বাচনী অঙ্গীকারের পরিপন্থী।

- সরকার গঠনের পর আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ, 'মব সংস্কৃতি'র বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতা ঘোষণা, চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি দিলেও বিভিন্ন হাট-বাজার, পরিবহন খাত, বাস-স্ট্যান্ড, ট্রাক স্ট্যান্ড ইত্যাদি ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা ও চাঁদাবাজি, মাদক ব্যবসা, চুরি-ছিনতাই ইত্যাদি ঘটনা লক্ষণীয় মাত্রায় বিদ্যমান - এসকল ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পৃষ্ঠপোষকতার অভিযোগ রয়েছে। এমনকি একজন মন্ত্রীর চাঁদাবাজিকে বৈধতাদানের প্রচেষ্টা ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়েছে।

- জুলাই আন্দোলনের মাধ্যমে কর্তৃত্ববাদ পতন-পরবর্তী প্রেক্ষাপটে অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে বাংলাদেশের বিভিন্ন ধর্মান্ধ শক্তির উত্থান ও দেশব্যাপী বহুমত, বহুধর্মী, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের ওপর সহিংস ও ষড়যন্ত্রমূলক কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিকতা নির্বাচিত সরকারের আমলেও অব্যাহত রয়েছে, যার সর্বশেষ দৃষ্টান্ত ঢাকার ঐতিহ্যবাহী শাহ আলীর মাজারে এবং কুষ্টিয়ায় একজন পীরের ওপর হামলা। যা মুক্তচিন্তা, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও বৈচিত্রের সহাবস্থান এবং সহিষ্ণু আচরণের ধারক ও বাহক তথা সকল দেশবাসীর জন্য অশনিসংকেত।

- সরকার তার নির্বাচনী ইশতেহারের অঙ্গীকার অনুযায়ী বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও খাতভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ ও তার বাস্তবায়ন শুরু করলেও খাত ও মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে সুশাসনের ঘাটতি, অনিয়ম-দুর্নীতিবিরোধী কঠোর ও সুনির্দিষ্ট অবস্থান ও দিকনির্দেশনার ঘাটতি, অব্যবস্থাপনা ও দলীয় প্রভাব অব্যাহত, ঝুঁকি বিশ্লেষণমূলক কোনো কর্মকৌশলের অভাবে যা কার্যত বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারের অঙ্গীকার পূরণে অন্তরায় হিসেবে কাজ করার ঝুঁকি তৈরি করছে

- অন্যদিকে রাষ্ট্র সংস্কার, বিশেষ করে জবাবদিহিমূলক সরকার ব্যবস্থার প্রত্যাশা পূরণের পথে প্রাতিষ্ঠানিক, আইনি, নীতিগত ও প্রক্রিয়াগত প্রতিবন্ধকতার অন্যতম ক্ষেত্র আমলাতান্ত্রিক ঝুঁকি নিরসনের সক্ষমতার ঘাটতি উদ্বেগজনক।

- সার্বিক বিবেচনায় সরকারের ১০০ দিন একদিকে আশাজাগানিয়া ও সম্ভাবনাময় এবং অন্যদিকে সুশাসন, দুর্নীতি প্রতিরোধ ও বিশেষ করে জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশা পূরণে সুনির্দিষ্ট পথরেখা বা উদ্যোগের ঘাটতি বিবেচনায় উদ্বেগজনক।

***